প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিল নীতিমালা ২০০৭

(২০১১ পর্যন্ত সংশোধিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিল নীতিমালা ২০০৭

(২০১১ পর্যন্ত সংশোধিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিল নীতিমালা

১। **তহবিলের নাম ঃ**

প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিল।

২। **তহবিল গঠনের উদ্দেশ্য ঃ**

(ক) একটি উন্নয়নশীল ও প্রগতিশীল দেশ হিসেবে দারিদ্র্য নিরসনের নিজস্ব কৌশল অবলম্বন ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধীনে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের লক্ষ্যে পিএইচডি প্রোগ্রাম বিস্তৃত করার সুযোগ রয়েছে। তাই উপযুক্ত স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী গবেষকদের জন্য গবেষণা ও জাতীয় চাহিদার ভিত্তিতে উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাঁদের গবেষণার ফলাফল ও অভিজ্ঞতা পরবর্তী পর্যায়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহার করা।

(খ) দারিদ্র নিরসনমুখী অর্থনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পেশাগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদের অভাব দূর করা, পল্লী উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, জরিপ ও সমীক্ষা ইত্যাদিসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পেশায় গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

(গ) উপরে বর্ণিত গবেষণা কাজে গবেষকদের অর্থায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিল হতে বৃত্তি প্রদান করা।

৩। **তহবিল গঠন ঃ**

(ক) প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ১.০০ (এক) কোটি টাকা মেয়াদী আমানত হিসাবে জমা করে প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা তহবিল গঠন করা হয়। বর্তমানে মোট ৪টি এফডিআর হিসাবের লভ্যাংশ হতে ১০% হারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত তহবিলে জমা হয়। বাকী ৯০% লভ্যাংশ একটি এসটিডি হিসাবে জমা হয়। এই অর্থ দ্বারাই প্রতি বছর বৃত্তি প্রদান করা হয় যা চলমান থাকবে।

(খ) প্রধানমন্ত্রীর কোন তহবিল হতে থোক বরাদ্দের মাধ্যমে উক্ত তহবিল বর্ধিত করা যাবে।

৪। **তহবিল ব্যবস্থাপনা ঃ**

(ক) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/সচিব ও মহাপরিচালকের যৌথ স্বাক্ষরে এ তহবিলের ব্যাংক হিসাবসমূহ পরিচালিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৃত্তি বাস্তবায়ন কমিটি প্রতিবছর বৃত্তি প্রদানের জন্য বিষয় নির্বাচন, দরখাস্ত আহবান এবং গবেষক নির্বাচনসহ সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন পরিচালক কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটি মনোনীত আবেদনকারীদেরকে সম্পাদিত গবেষণা কাজের অগ্রগতির বার্ষিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী বছরের জন্য বৃত্তি নবায়ন করবে। গবেষকগণ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবেন এবং উক্ত সংস্থার মাধ্যমে ৬ মাস অন্তর গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। গবেষণায় আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত না হলে বা অন্য কোন অভিযোগ বা অনিয়মের কারণে বৃত্তি সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করা যেতে পারে।

(খ) বৃত্তি প্রদানের পূর্বে গবেষকদের সংখ্যা নিরুপণপূর্বক প্রাক বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই বাজেট বহির্ভূত কোন বৃত্তি প্রদান করা যাবে না।

(গ) বৃত্তি প্রদান বিষয়ক সভার আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যয় উক্ত তহবিলের বার্ষিক মুনাফা হতে নির্বাহ করা হবে।

(ঘ) বাস্তবায়ন এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যবৃন্দ প্রতি সভার জন্য ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা হারে সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হবেন। সাচিবিক দায়িত্ব পালনকারী পরিচালককে প্রতি সভার জন্য ১,৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হারে সম্মানীভাতা প্রদান করা হবে।

৫। **গবেষকের যোগ্যতা ও বয়স ঃ**

এ নীতিমালার আওতায় এমফিল গবেষণার সুযোগ রাখা হয়নি। আবেদনকারীকে পিএইচডি ডিগ্রির লক্ষ্যে নির্ধারিত শিক্ষাগত ডিগ্রিপ্রাপ্ত এবং শিক্ষার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১ম বিভাগ/জিপিএ-৫.০০ এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ১ম শ্রেণী/সিজিপিএ-৩.৫ এ উত্তীর্ণ হতে হবে। বৃত্তির জন্য আবেদনের বয়স অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর। সরকারি/আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রার্থীরা তাঁদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে আবেদন করতে পারবেন। চাকুরিরত প্রার্থীদের বয়স ৪৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

৬। **গবেষণার বিষয়সমূহ ঃ**

দারিদ্র্য বিমোচন, জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম, পরিবেশ উন্নয়ন এবং লাগসই প্রযুক্তি/কৌশল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ-

ক. অর্থনীতি/সামাজিক বিজ্ঞান;
খ. জীব বিজ্ঞান, ফার্মেসী, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও কমিউনিটি মেডিসিন;
গ. ভৌত বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কম্পিউটার বিজ্ঞান;
ঘ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি;
ঙ. খাদ্য, কৃষি ও সমুদ্র বিজ্ঞান;
চ. কলা, মানবিক, বাণিজ্য ও আইন;
ছ. জলবায়ু ও পরিবেশ বিজ্ঞান।

সামগ্রিকভাবে জাতীয় চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ করতে হবে। নির্বাচিত বিষয়সমূহের তত্ত্বাবধায়ক ও গবেষণার স্থান, বৃত্তি বাস্তবায়ন কমিটি অনুমোদন করবে।

৭। **গবেষক নির্বাচন ঃ**

(ক) প্রতি বছর কম পক্ষে ০৪ (চার) টি বহুল প্রচারিত (১টি ইংরেজী দৈনিকসহ) দৈনিক খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহবান করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েব সাইটেও বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে। বিজ্ঞপ্তির কপি ব্যাপক প্রচারণার জন্য সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট কোর্সে ভর্তি হয়েছেন/ভর্তির নিশ্চয়তা পেয়েছেন এমন গবেষকগণ নির্ধারিত আবেদনপত্রে আবেদন করবেন। জুলাই অথবা জানুয়ারি হতে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

(খ) বৃত্তির জন্য আবেদনকারীদের স্ব স্ব উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী ভর্তির জন্য নিশ্চয়তা পত্র (Letter of Acceptance) সংগ্রহ করতে হবে। প্রাপ্ত আবেদন পর্যালোচনার পর মনোনীত হলে আবেদনকারীকে বৃত্তি প্রদানের অঙ্গীকার পত্র (Letter of Commitment) প্রদান করতে হবে। পরবর্তীতে ভর্তির প্রমাণপত্র দাখিলের পর হতে বৃত্তি কার্যকর করা হবে।

(গ) উপযুক্ত গবেষক পাওয়া সাপেক্ষে প্রতি বছর বৃত্তি প্রদান করা হবে। গবেষক নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বৃত্তি বাস্তবায়ন কমিটিকে সহায়তা করবে। বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রার্থীদের আবেদনসমূহ নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই বাছাই করে তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন করে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সময়ে বাস্তবায়ন কমিটির কাছে পেশ করবে। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ বিবেচনান্তে বৃত্তি বাস্তবায়ন কমিটি গবেষকদের নির্বাচন করবে। নির্বাচিত গবেষকদের অনুকূলে সানুগ্রহ বৃত্তি অনুমোদনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে উপস্থাপন করা হবে।

৮। **বৃত্তির হার ঃ**

পিএইচডি কোর্সে গবেষণার জন্য নিম্নোক্ত ক্রমভিত্তিক হারে বৃত্তি প্রদান করা যেতে পারে ঃ

(ক) ১ম বছর প্রতি মাসে ১৩,০০০ (তের হাজার) টাকা।
(খ) ২য় বছর প্রতি মাসে ১৪,০০০ (চৌদ্দ হাজার) টাকা।
(গ) ৩য় বছর প্রতি মাসে ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা।

তবে ৩য় বছরের বৃত্তির ৫০% অর্থ থিসিস জমাদানের পর প্রদান করা হবে।

৯। গবেষণার সময়সীমা ও আনুষঙ্গিক শর্তাদি ঃ

(ক) গবেষণার মেয়াদ সাধারণতঃ তিন বছর হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশক্রমে গবেষণার মেয়াদ সর্বোচ্চ এক বছর বৃদ্ধি করা যেতে পারে। গবেষণার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলেও বৃত্তির মেয়াদ ০৩ বছরেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

(খ) গবেষকগণ প্রতি ০৬ মাস অন্তর তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে গবেষণা কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করবেন। সন্তোষজনক অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল সাপেক্ষে পরবর্তী কিস্তির বৃত্তির অর্থ প্রদান করা হবে।

(গ) বৃত্তি পাবার পর প্রার্থীকে একটি চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হতে হবে। অত্র বৃত্তি গ্রহণকালে বিনানুমতিতে গবেষকগণ অন্য কোন উৎস হতে একই গবেষণার জন্য অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন না। চুক্তির শর্ত ভংগ করলে অথবা স্বেচ্ছায় গবেষণার কাজ স্থগিত করলে বৃত্তি হিসেবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ ৫% ব্যাংক সুদসহ ফেরত দিতে হবে।

(ঘ) গবেষকরা নিয়মিত গবেষক হিসেবে গবেষণায় নিয়োজিত থাকবেন এবং ইচ্ছে করলে বৃত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে গবেষণাকালীন অন্য কোন চাকুরীর জন্য আবেদন করতে পারবেন।

(ঙ) গবেষণা শেষ হওয়ার ৩(তিন) মাসের মধ্যে গবেষকগণ তাঁদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে সমাপনী প্রতিবেদনসহ মূল থিসিসের দু'টি কপি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পেশ করবেন।

১০। বিবিধ ঃ

উপাত্ত সংগ্রহ, বই-পুস্তক ক্রয় ও অভিসন্দর্ভের মুদ্রণ/কম্পিউটার কম্পোজের জন্য গবেষণার ক্ষেত্র অনুযায়ী পিএইচডি গবেষককে সর্বোচ্চ এককালীন ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হবে। পিএইচডি কোর্স-এর গবেষণা পরিচালনায় নির্দেশনা প্রদানের জন্য গবেষণা তত্ত্বাবধায়ককে এককালীন সম্মানী বাবদ ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হবে। একাধিক গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের ক্ষেত্রে সম্মানী ভাতা ৬০:৪০ হারে ভাগ করে প্রদান করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিল
বাস্তবায়ন কমিটি

১।	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	সভাপতি
২।	চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন	সদস্য
৩।	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪।	প্রধানমন্ত্রীর সচিব	সদস্য
৫।	উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬।	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭।	উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৮।	উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৯।	মহাপরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি (Terms of Reference) ঃ

১। কমিটি বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্র, নীতিমালা ও পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

২। কমিটি প্রতি বৎসর পিএইচডি গবেষণার জন্য ছাত্র/ছাত্রী/গবেষকদের নিকট থেকে আবেদনপত্র আহবান ও পর্যালোচনাক্রমে গবেষক নির্ধারণ করবে।

৩। কমিটি সংশ্লিষ্ট গবেষকের গবেষণা কার্যক্রমের বাৎসরিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে।

৪। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়।

প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিল

বিশেষজ্ঞ কমিটি

১।	উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সভাপতি
২।	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩।	উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪।	উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি (Terms of Reference) ঃ

(ক) বিশেষজ্ঞ কমিটি নিজস্ব কার্যপরিধি নির্ধারণ করবে এবং প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে কোন বিশেষজ্ঞকে এই কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(খ) বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রার্থীদের আবেদনসমূহ নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করে প্রার্থীদের পূর্ণ বোর্ডে সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন করে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সময়ে বাস্তবায়ন কমিটির কাছে পেশ করবে।

(গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিল নীতিমালা (সংশোধিত) বিশেষভাবে পরীক্ষাপূর্বক এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন করবে।

ক্রমিক সংখ্যাঃ .....

প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিলের আওতায় পিএইচডি ডিগ্রীর লক্ষ্যে বৃত্তির আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম.....

২। পিতার নাম.....

৩। মাতার নাম.....

৪। জন্ম তারিখ.....

৫। জাতীয়তা.....

৬। ঠিকানা ঃ.....

(ক) বর্তমান.....

(খ) স্থায়ী.....

৭। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কোন্ বিষয়ের জন্য আবেদন .....

৮। পিএইচডি ডিগ্রীর লক্ষ্যে ছাত্র/ছাত্রী হিসেবে ভর্তিকৃত কিনা? হ্যাঁ | না

হ্যাঁ হলে ঃ

(ক) রেজিঃ নং.....(খ) সেশন.....

(গ) প্রতিষ্ঠান.....

৯। চাকুরীতে থাকলে ঃ

(ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা.....

.....

(খ) চাকুরীতে যোগদানের তারিখ.....(গ) পদবী.....

(ঘ) স্থায়ী/অস্থায়ী.....

(ঙ) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র সংযুক্ত করতে হবে।

১০। নিম্নবর্নিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে ৫০০ শব্দের মধ্যে সম্পন্নকৃত একটি বিবরণী (Synopsis) ঃ

(ক) প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য;

(খ) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা কর্মের প্রাসংগিক দিক ও তার সম্ভাব্য প্রয়োগ;

(গ) গবেষণা কর্মে অনুসৃত পদ্ধতিগত কার্যক্রম;

(ঘ) গবেষণা কর্মের সম্ভাব্য ফলাফল;

(বিবরণী টাইপ করে পৃথকভাবে পেশ করতে হবে)

১১। যে প্রতিষ্ঠানে/সংস্থায় গবেষণা কাজ করছেন তার নাম ও ঠিকানা.....

.....

১২। থিসিস তত্ত্বাবধায়কের নাম ও পদবী.....

১৩। সহ-তত্ত্বাবধায়কের নাম ও পদবী.....

১৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রার্থিত বিষয়ে পিএইচডি কোর্সে ভর্তির Letter of Acceptance পেয়েছেন কিনা ঃ [হ্যাঁ] [না]
(উত্তর হ্যাঁ হলে Letter of Acceptance এর মূলকপি সংযুক্ত করুন)

১৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা (সকল সার্টিফিকেট/মার্কশীটের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে) ঃ

পরীক্ষার নাম	বছর	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	বিভাগ/শ্রেণী	মোট নম্বরের শতকরা হার/জিপিএ

১৬। বিশেষ কোর্স/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ (যদি থাকে).....
.....

১৭। গবেষণার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে).....
.....

১৮। প্রার্থী সম্পর্কে তথ্য প্রদানে সক্ষম এমন দু'জন শিক্ষক/গবেষক-এর নাম ও ঠিকানা (তাঁদের নিকট থেকে পৃথক পৃথক প্রশংসাপত্রসহ)
(ক) .....
(খ) .....

বিঃদ্রঃ উক্ত আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন তথ্য আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ করে আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে পারেন।

তারিখ ঃ.....

.....
আবেদনকারীর স্বাক্ষর

.....
সহ-তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর (যদি থাকেন)

.....
তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

.....
প্রতিষ্ঠান/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

.....
বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর

বাঃসঃমুঃ-২০১১/১২-৫০১৭কম/এ-৫০০ বই-২০১২।